OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 27 - 37
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সহজিয়া বৈষ্ণব এবং ঔপনিবেশিক নৈতিকতা : গৌণধর্ম এবং যৌনতার একটি অধ্যয়ন

সেন্টু কোনাই
গবেষণা
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sentu9733046689@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Vaishnavism, Sahajiya, Gaudiya, Minor Religion, Sexuality, Morality, Obscene.

Abstract
Vaishnavism gained new momentum in Bengal during Chaitanyadeva's period (1486 - 1534 A.D). Vaishnava ideology descends from the place of devotion of the elite and enters the cottages of the poor and untouchables. Vaishnavism, from the grip of Brahmanism, established a new society among the poor people of Bengal under the Sultanate's rule through only devotion and namsankirtan. Untouchables continued to enter Vaishnavism freely. However, after the death of Chaitanya, the dominance of Brahmins in this religion started to increase again. Henceforth, to initiate the Vaishnava religion, obedience to a Brahmin Guru or Gonsai became necessary. Untouchables were again subjected to humiliation. People from the lower strata of society adopted the Vaishnava religion as their own beliefs and practices outside of the dominance of the Brahmins which led to create many popular beliefs. As many Lokayat or popular sects preached bhakti rasa distinct from the original Vaishnava religion, the upper-caste Vaishnava sect took a skewed view towards them. The Sahajiya Vaishnava was one of the sects which was most attacked. The elite Gaudiya Vaishnav continued to preach that the religious practices of the Sahajiyas were similar to those of the tantric or sexo-cult sect. During the colonial period, with the spread of the printing presses, Western education, and the ideas of the capitalist society, the attitude toward Sahajiya Vaishnav began to be discussed through the new lens of colonial morality in Bengal. Sahajiya Vaishnavas like the Kartabhajas and the Bauls as well as other minor sects, also came under harsh criticism in society for their illicit sexual rituals. The beliefs and practices of the Sahajiyas in contemporary news outlets became obscene and promiscuous, caught in the net of rigorous arguments. Therefore, this essay tried to discuss why and how sexuality entered into the religious beliefs of these communities and how they became a barbaric and uncivilized culture, during colonial Bengal with a special reference of Sahajiya Vaishnav.

Discussion

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর সমাজের নীচু তলার মানুষ ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের বাইরে বৈষ্ণব ধর্মকে নিজেদের মতো করে গ্রহণ করে ও সেই ধর্মের লোকায়ত বিশ্বাস গড়ে ওঠে। পৃথক পৃথক লোকায়ত সম্প্রদায় মূল বৈষ্ণব ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র বৈষ্ণব মতে ভক্তি রস প্রচার করার ফলে উচ্চকোটির কুক্ষিগত বৈষ্ণব সম্প্রদায় এদের প্রতি তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। সহজিয়া বৈষ্ণব এই সম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে অন্যতম, যাদের প্রতি আক্রমণ ছিল সবচেয়ে বেশি। সহজিয়াদের ধর্মীয় প্রথা গুলি তান্ত্রিক দেহাত্মবাদী সম্প্রদায়ের অনুরূপ বলে গৌড়ীয়রা প্রচার করতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আদর্শে সমগ্র বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতামত গুলি নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। কর্তাভজা এবং বাউলদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও দেহত্ত্ববাদী যৌন আচার অনুষ্ঠান সমাজে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় সহজিয়াদের মতামত গুলি কঠোর যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকে অশ্লীল ও ব্যভিচারে পরিণত হয়। কেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রতি এই বিদ্বেষ, তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস গুলি সম্পর্কে জানা দরকার।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অসংখ্য শাখা ভিন্ন নাম ও ভিন্ন মতাদর্শ নিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। বহুধাবিভক্ত এই সম্প্রদায় গুলিতে অঞ্চলভেদে, জাতিভেদে এবং বর্ণভেদে তারতম্য ছিল। এক এক জায়গায় এক এক রকমের তত্ত্বের অথবা মতবাদের উদ্ভব হচ্ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিভাজন ও নানান মতাদর্শ প্রবেশ করেছিল সে কথার প্রমাণ পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের ব্যক্তি তোতারামের বক্তব্যে। অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণবদের শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি দেখে ব্যথিত হয়ে তোতারাম বলেছিলেন -

"আউল বাউল কর্তা ভাজা ন্যাড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখী ভাবুকী, স্মার্তজাত গোঁসাই।।
অতিবড়ী চুড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ না করি।"[১]

তেরোটি গৌণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আউল-বাউল, দরবেশ, সাঁই এমনকি কায়াবাদী সাধনার পাশে সহজিয়া আর জাত বৈষ্ণবের প্রতি বিদ্রুপ ও বিদ্বেষ লক্ষণীয়। পরে এই সমস্ত উপ-সম্প্রদায় গুলিতে ক্রমে সংখ্যায় ও আচরণে বৈচিত্র বেড়ে যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধিক্কার তাদের প্রতিহত করতে পারেনি তোতারাম এ কারণেই আবার খেদোক্তি করে বলেছেন -

"পূর্ব কালে তেরো ছিল অপসম্প্রদায়
তিন তেরো বাড়িল এবে ধর্ম রাখা দায়।।"[২]

তিন তেরো অর্থাৎ ঊনচল্লিশটি নতুন গন ধর্মের কথা তো তারা উল্লেখ করেছে যাদের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হতে থাকে। নিশ্চয়ই সম্প্রদায়গুলির আচার-আচরণ এবং বিশ্বাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বিশ্বাসের পরিপন্থী ছিল। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার, তোতারাম কিন্তু নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞাবহ ছিলেন। নদীয়া রাজ কৃষ্ণচন্দ্র তোতারামকে নদীয়ার নবদ্বীপে ছয় বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৩] রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন চৈতন্য বিদ্বেষী ছিলেন, ঠিক তোতা রামেরও এই একই মনোভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। সেই কারণে হয়তো বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন শাখার প্রতি তাঁর এই মনোভাব। এই সময় বৈষ্ণব সম্প্রদায় থেকে অসংখ্য উপসম্প্রদায় গুলি বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই দলগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হল - অদ্বৈত আচার্যের শিষ্য-সম্প্রদায়। নিত্যানন্দের শিষ্য-সম্প্রদায়। শ্রীখন্ডের 'গৌরনাগরবাদী' বৈষ্ণব সম্প্রদায়। গদাধর পন্ডিতের অনুগামী 'গদাই গৌরাঙ্গ' সম্প্রদায়। চৈতন্য-পূজক 'গৌর পারম্যবাদী' সম্প্রদায়। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর 'ভক্ত-সম্প্রদায়'।[৪]

এই সমস্ত বৈষ্ণব উপসম্প্রদায়ের গুলির মধ্যে এমন আচার অনুষ্ঠান প্রবেশ করতে থাকে যা প্রচলিত বৈষ্ণব সমাজ বিরোধী। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ যেখানে মান্যতা পায়, এরা সেই সামাজিক প্রথার বিপরীত ধারণা গুলি মেনে চলতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে নরোত্তম দাস স্বরূপ কল্পতরী পুঁথিতে লিখেছিলেন -

"জগৎ যারে মন্দ বলে আমি বলি আনন্দ।
জগৎ যারে ভালো বলে আমি বলি মন্দ।।
জগত যারে পিতা বলে আমি বলি মাতা।
জগৎ যারে সত্য বলে আমি বলি মিথ্যা।।
জগত যারে ধর্ম বলে সে আমার অধর্ম।
জগৎ যারে অধর্ম বলে সে আমার ধর্ম।।"[৫]

অর্থাৎ প্রচলিত সামাজিক দায়বদ্ধতা বা রীতিনীতি এই সমস্ত উপ-ধর্ম সম্প্রদায়গুলিতে একেবারেই প্রাধান্য পায়নি বরং সমাজ প্রচলিত বিপরীত ক্রিয়া-কলাপ তাদের আচার অনুষ্ঠানে লক্ষ্য করা যায়। এই প্রবণতার মাধ্যমে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখায় প্রবেশ করে যৌনমিলন ও যৌন আচার অনুষ্ঠান। তবে, রমাকান্ত চক্রবর্তী মনে করেন চৈতন্য পরবর্তী নিত্যানন্দ ও নরহরি সরকারের সময় থেকেই বৈষ্ণবদের মধ্যে এই যৌন আচার-আচরণ প্রবেশ করতে থাকে।[৬] রমাকান্ত চক্রবর্তী মনে করেন যৌনতার প্রবেশের ফলেই বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্বগুলি ব্যক্তিভেদে পৃথক হতে থাকে। ফলস্বরূপ, মূল বৈষ্ণব ধর্ম একাধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম থেকে উদ্ভূত ৩৩টি উপসম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭] এই সম্প্রদায়গুলি হল - আউল, বাউল, বলরামী, কর্তাভজা, সহজিয়া, সখীভাবুকী প্রভৃতি।[৮] সহজিয়া বৈষ্ণব এদের মধ্যে অন্যতম। সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যেও আবার একাধিক বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সহজিয়াদের বিশ্বাসে দেহতত্ত্ববাদী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সহজিয়াদের সাধনায় প্রেম ও ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে নারী পুরুষ অর্থাৎ দেহমিলনের উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য মূল গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহজিয়াদের বিশ্বাসের ব্যবধান বাড়তে থাকে। সহজিয়ারা পরিণত হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শত্রুতে। ঔপনিবেশিক আমলে কোন কোন বিশ্বাস সহজিয়াদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে হেয় করে তুলেছিল এবং কীভাবে সহজিয়াদের প্রতি আক্রমণ নেমে এসেছিল সে বিষয়গুলির ওপর দৃষ্টি দেওয়া যাক।

আলোচনার শুরুতেই ঢাকার বাংলা একাডেমী পত্রিকার মাঘ চৈত্র ১৩৭০ সংখ্যায় বাংলাদেশের নামকরা পণ্ডিত আহমদ শরীফের একটি নিবন্ধের একটি চমকিত তথ্য উল্লেখ করা যাক। আহমেদ শরীফ লিখেছেন যে, জনশ্রুতি জাত ধারণা যে, স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গূহ্য সাধন প্রণালী ছিল। এ সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক।[৯] এ বক্তব্যের একটি জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় সুধীর চক্রবর্তীর রচনায়। নদীয়া জেলার বার্নিয়া গ্রামের শ্রীনন্দন ঘোষের কাছে সুধীর চক্রবর্তী এমনই একখানা প্রাচীন পুঁথি পেয়েছেন, যে পুঁথিতে চৈতন্যদেবের মৈথুনাত্মক বিষয়টির সমর্থন মেলে। শ্রীনন্দন ঘোষ ছিলেন সহজিয়া বৈষ্ণব আনুসারী। যে পুঁথিটি সুধীর চক্রবর্তী শ্রীনন্দন ঘোষের কাছ থেকে সংগ্রহ করেন, সেটি ছিল মুকুন্দ দাসের লেখা 'আদ্যকৌমুদী' পুঁথির একটি অংশ। এই পুঁথির একটি শ্লোক হল -

"সন্ন্যাস করিয়া প্রভু সাধে পরকীয়া।
সার্বভৌম নন্দিনী শাটি কন্যাকে লইয়া।।
মহাপ্রভুর পরকীয়া শাটি কন্যা লইয়া।
অটল রতিতে সাধে সামান্য মানুষ হইয়া।।"[১০]

সুধীর চক্রবর্তীর ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ চৈতন্যদেবের এই পরকীয়ার বিষয়টি জানেন না, তাই এটি আজও লোক চক্ষুর আড়ালে রয়ে গেছে। তিনি আরো জানিয়েছেন যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই বিষয়টি জানলেও হয়তো তা হজম করতে পারতেন কিনা সন্দেহ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের ভাবমূর্তির অবমাননা মেনে নেবেন কিনা সেটা একটি বিতর্কের বিষয়। তবে, এই সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের যৌন জীবনকে যে কখনোই ভালোভাবে গ্রহণ করত না সেটা বলার অপেক্ষা

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রাখেনা। কিন্তু এই পুঁথির সত্যতা নিয়েও সন্দেহ আছে। যে পুঁথিটি সুধী চক্রবর্তী সংগ্রহ করেছিলেন তা কিন্তু কখনোই তিনি সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি। তার সামান্য অংশই তিনি ব্যবহার করেছিলেন তাঁর লেখায়। শ্রীনন্দন ঘোষের পুঁথিটির বিষয় সম্পর্কে বক্তব্য ছিল পূর্বজন্মে চৈতন্যদেবের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতার কামনার রজবীজে জন্ম হয়নি। তাই তিনি ছিলেন স্বভাবে কামনা-শূন্য। কাম ছাড়া প্রেমে উদ্দীপনা আসে না। আবার প্রেম ছাড়া সহজ সাধনা হয় না। তাই তিনি এবার রজবীজের কামনাময় দেহ নিয়ে নদীয়ায় চৈতন্য রূপে জন্ম নেন এবং শাটিকে নিয়ে পরকীয়া সাধনে লিপ্ত হন।[১১] সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা দেহত্ববাদী আচার অনুষ্ঠান বা যৌন কার্যকলাপ তাদের সাধন মার্গের পথ গ্রহণ করেছে, তাদের উপস্থাপিত এই বক্তব্য কতটা সত্য তা প্রশ্নাতীত নয়। সহজিয়া বৈষ্ণব মতাদর্শে বিশ্বাসী শ্রীনন্দন ঘোষের এই বক্তব্য তাঁর গুরুর দ্বারা প্রচলিত জনশ্রুতি নাকি তাঁর নিজ কল্পনা প্রসূত কাহিনী তা সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণ করা যায় না। তবে গ্রন্থটির ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও বৈষ্ণবদের একাংশ যে পরকীয়া যৌন মিলনে বিশ্বাসই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু রঘুনন্দন ঘোষের বক্তব্যই নয়, চৈতন্যদেব যে শাটি কন্যার সঙ্গে পরকীয়ায় যুক্ত ছিল সে কথা সহজিয়া বৈষ্ণবদের ‘চৈতন্য প্রেম তত্ত্ব-নিরূপণ’ পুঁথিতেও আছে -

“সার্ব্বভৌম ভট্রাচার্য্য মহা ভাগ্যবান।
যার গৃহে শ্রীচৈতন্যের সর্ব্বানুসন্ধান।।
ষাটি কন্যা ধন্যা সেই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
যাহাতে চৈতন্যচন্দ্র সদায়ী বিহরে।।”[১২]

এছাড়াও চৈতন্যদেবের পরকীয়ার কথা কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্য চরিতামৃত’ গ্রন্থেও আলোচিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে সার্বভৌমের স্ত্রী চৈতন্যদেবের পরকীয়া সঙ্গিনী শাটিকে ‘রাড়ী’ বা বিধবা হওয়ার অভিশাপ দেন। এই গালমন্দ ছিল চৈতন্য দেবের বিরুদ্ধে পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য সামাজিক লাঞ্ছনা।

“হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টের জামাতা।
কুলিন নিন্দুক তেঁহো ষাটি কন্যার ভর্ত্তা।।...
তারে গালি শাপ দিতে ভট্টাচার্য আইলা।
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।।
শুনে ষাটির মাতা বুকে শিরে হাত মারে।
ষাটি আজি রাড়ী হোক বলে বারে বারে।।”[১৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে এই পরকীয়া বা যৌন মিলনের বিষয়টির উদ্ভব হয় খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে সময়ে। তাঁর মতে বজ্রযান, কালচক্র যান প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত রূপ থেকে সহজিয়াদের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ ও যৌন মিলনের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছে।[১৪] সনাতন গোস্বামী ভাগবতের বৃহৎ তোষণী টীকায় (১০/৪৭/৬৯; ও ৬১) রাধা-কৃষ্ণের অপ্রকট লীলার স্বকীয়া ও প্রকট লীলায় পরকীয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন।[১৫] চৈতন্য পরবর্তী কালে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরাদের মধ্যেও এই পরকীয়া তত্ত্বটি দেখা যায়। মুকুন্দ পরবর্তীকালের সহজিয়া বৈষ্ণবগণ বিশ্বাস করেন, লীলা শুকের সঙ্গে চিন্তামণির, চন্ডীদাসের সঙ্গে তারা ও রজকিনীর, বিদ্যাপতি সঙ্গে লছমীর, জয়দেবের সঙ্গে পদ্মাবতীর ভগিনী রোহিনীর অবৈধ সম্পর্ক ছিল। যাকে সহজিয়ারা পরকীয়া সম্পর্ক বলেই মনে করে।[১৬] সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই বাংলায় সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হতে থাকে।

তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা যে পরকীয়ার তত্ত্বটি মানতেন না, তা মনে করার কারণ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে যে পরকীয়া প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে তাদের মতামত –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গোলোকে পারকীয় স্বকীয় রসের অচিন্ত্য ভেদাভেদ। ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিল হয়। পারকীয় সার যে স্বকীয় নিবৃত্তি এবং স্বকীয় সার যে পারকীয় নিবৃত্তিরূপ স্বরূপ শক্তি রমণ অর্থাৎ বিবাহ বিধি শূণ্য রমন তদুভয়ে একরস হইয়া উভয় বৈচিত্রের আধার রূপে বিরাজমান। ...জ্ঞান চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি চেষ্টার অনুভূতি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ প্রতীতির উদয় হয় তাহা অবশ্য ত্যাজ্য। মায়া প্রতীতি শূণ্য শুদ্ধ পরকীয় রস অতি দুর্লভ। তাহা যেরূপে গোকুল লীলায় বর্ণিত আছে তদবলম্বন করিয়া ভক্তজন সাধন করিবেন। সিদ্ধিকালে তাহার অধিক উপাদেয় মূল তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয় চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেক স্থলে জড়গত বৈধর্ম্মরূপে পরিণত হয়।"[১৭]

বৈষ্ণবদের মধ্যে পরকীয়া মতবাদ যে প্রচলিত আছে এই তথ্যই শুধু এই পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া এবং স্বকীয়ার মধ্যে কোন মতবাদটি গ্রহণ করেছিলেন সে তার উত্তর আছে ভক্ত বিজয়কুমার ও বৈষ্ণব গুরু গোস্বামীর কথোপকথনের মধ্যে।[১৮] স্বকীয়া ও পরকীয়া মতবাদ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ এই পরকীয়া মতবাদকে মেনে নিয়েছেন।

সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি আস্থাশীল শ্রীনন্দন ঘোষের বক্তব্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বা চৈতন্যের জীবনীতে কেন এই পরকীয়া বা মৈথুন কার্যকলাপ ছিল তার সন্ধান পাওয়া যায় সহজিয়াদের সাধনায়। যৌন সম্পর্কের মধ্যে সহজিয়ারা গ্রহণ করেছে পরকীয়াকে। স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সহজিয়াদের বিশ্বাস পরকীয়াই হল আসল প্রেম, যা শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে নিবেদন করেছিলেন। সহজিয়াদের পরকীয়া প্রেমের উল্লেখ মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্যচরিতামৃত-এর আদি লীলায় স্বকীয়া এবং পরকীয়া প্রেমের মধ্যে পরকীয়াকে উত্তম প্রেম বলে অভিহিত করা হয়েছে -

"স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।
পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজবিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।।"[১৯]

পরকীয়া প্রেম বা অন্য নারীর সহিত যৌন মিলন যে সহজিয়া বৈষ্ণবদের কাঙ্ক্ষিত বিষয় সে কথা চন্ডীদাসও লিখেছেন -

"পরকীয়া ধন সকল প্রধান
যত করিয়া লয়।
এবং
পরকীয়ার রতি করহ আরতি
সেই সে ভবনে সার।"[২০]

সহজিয়া বৈষ্ণবদের এই পরকীয়া প্রেম শুধু দেহাত্ববাদী যৌন তৃপ্তি নয়, এ প্রেম ভক্ত এবং পরমাত্মার দূরত্বকে কমিয়ে আনে। সহজিয়া বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে ভক্তিতে একপ্রকার ভয় ভক্তের মধ্যে থেকে থাকে, যে ভয় ভক্ত এবং আরাধ্য দেবতার মধ্যে ব্যবধানকে স্পষ্ট করে। ভক্ত কখনোই সবকিছু অর্পণ করে নির্ভয়ে পরমাত্মার সাথে বিলীন হতে পারে না। কারণ, সেখানে ভক্ত নিজেকে অতি ক্ষুদ্র এবং আরাধ্য দেবতাকে অসীম বলে মনে করে। শ্রীমনীন্দ্রমোহন বসু বলেছেন যে, বৈষ্ণবগণ প্রেমের সাধনায় এই পরকীয়া রসকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করেছেন। এটিই মাধুর্য উপাসনার শ্রেষ্ঠ স্তর বলে তারা বিশ্বাস করেন। কোন প্রকার খেয়ালের বশে তাঁরা তা করে না। কারণ, মানবীয় মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ঐশ্বর্যময় ভগবানের কল্পনায় যে প্রীতির উদ্রেক হয়, তা ভয় মিশ্রিত; তাই ভক্তিরূপে কথিত হয়ে থাকে। ভগবান অসীম শক্তিশালী দেবতা, আর আমি ক্ষুদ্র জীব, এইরূপ ধারণার ওপর ভক্তির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবগণ প্রেমপন্থী বলে এইরূপ বড় ছোট ভাব নিয়ে যে প্রীতি তা পছন্দ করেন না। ছোট বড় ভাব নিয়ে প্রকৃত

প্রেম হয় না, কারণ প্রেমের রাজ্যে উভয় পক্ষই সমভাবাপন্ন।[২১] সহজিয়াদের বিশ্বাস পরকীয়া মতবাদ নতুন নয়, বরং প্রাচীন। এর উৎপত্তি প্রসঙ্গে সহজিয়াদের একটি গান খুবই গুরুত্বপূর্ণ -

"পূর্বে রাধা ছিলে তুমি আমার অন্তরে।
এবে রাধা আমি রই তোমার অন্তরে।।"[২২]

অর্থাৎ বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যখন জন্মেছিলেন তখনই তাঁর অন্তরেই ছিলেন রাধা। আবার যখন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর অন্তরে ছিলেন রাধা। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য প্রত্যেকের অন্তরে অন্তঃশায়িত হয়ে থাকেন রাধা, সেই জন্যই বলা হয় অন্ত কৃষ্ণ বর্হিরাধা।[২৩] এজন্যই সহজিয়া বৈষ্ণব অনুগামীরা নিজেদের প্রত্যেকের মধ্যে রাধাভাব বা রাধার স্বভাবকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন। একজন পুরুষ সে নিজেকেও নারীরূপে বা রাধারূপে ভাবিত করে থাকেন। এই ভাব নিয়েই সহজিয়া সাধকরা চৈতন্যের বাণী বা বৈষ্ণব ধর্ম মত প্রচার করেন। কীভাবে পুরুষের মধ্যে এই রাধা ভাবের উন্মেষ প্রসঙ্গে Melville . T. Kennedy লিখেছেন -

> "The worshiper is to think of himself as Krishna and is to realize within himself the passion of Krishna for Radha, who is represented by the female companion of his worship. Through sexual passion, salvation is to be found. The Radha-Krishna stories are held at the justification of their practices, which are secret and held at night."[২৪]

পরকীয়ার মাধ্যমে যে নারী সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায় মিলিত হয়েই রাধা কৃষ্ণের উপাসনা সম্ভব। রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ফলেই সাধক সেই তরে উন্নত হয় যেখানে সে নিজে কাম গন্ধহীন সত্তায় পরিণত হয়। তাহলে কি বৈষ্ণবদের মধ্যে পূর্ব থেকেই সঙ্গিনীর সঙ্গে যৌন মিলনের বিষয়টি উল্লেখিত ছিল? এ প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, চৈতন্য পরবর্তী সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যেই এই যৌন আচার-আচরণ প্রবেশ করে। তিনি লিখেছেন –

> "This Sexo- Yogic Sahajiya cult received almost a new lease of life from the theories of the Gaudiya Vaishnava philosopher... They practiced illicit sexual intercourse as a religious rife."[২৫]

Edward c. Dimock ও একই কথা বলেছেন। তবে তিনি সহজিয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে যৌনতার চেয়ে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপ কীভাবে প্রবেশ করে তার প্রতি বেশি জোর দিয়েছেন।[২৬] প্রমাণ স্বরূপ তিনি প্রেমদাসের 'আনন্দভৈরবী' গ্রন্থটি উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণবদের যৌন মিলনের কারণ হল বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব। মহাযান বৌদ্ধমতের করুণা ও শূন্যতা এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের উপায় ও প্রজ্ঞা সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের কৃষ্ণ ও রাধায় রূপান্তরিত হয়েছে। নর ও নারী যথাক্রমে কৃষ্ণ ও রাধার প্রতিরূপ এবং তাদের মিলনেই সহজ মহাসুখের উদ্ভব হয় - সহজিয়া বৈষ্ণবের এই বিশ্বাস এবং এই মিলন দুই প্রকার স্বকীয়া ও পরকীয়া।[২৭] সহজিয়াদের বিশ্বাস চৈতন্য জীবনেও এই রতিক্রিয়া বা যৌন মিলন ছিল। এর সমর্থন পাওয়া যায় নৃসিংহ রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থ 'শ্রীচৈতন্যমহাভাগবতম, থেকে। গ্রন্থটির সম্পর্কে রমাকান্ত চক্রবর্তী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে একটি বিশদ নিবন্ধ প্রকাশ করেন।[২৮] মূলত সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থটিতে তিনি কয়েকটি বিষয়ে জোর দিয়ে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন। তা সত্ত্বেও গ্রন্থটির কয়েকটি শ্লোকের ভাবার্থ নির্ণয় করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল - লক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে গৌরাঙ্গের বিবাহের পরেও নবদ্বীপের গোয়ালার মেয়ে মালতীর গৌরাঙ্গ সম্পর্কে রাধাভাব, গৌরাঙ্গের বংশীবাদনে তাঁর দেহ থেকে গোপিনীদের আবির্ভাব; তাদের সঙ্গে গৌরাঙ্গের রাসলীলা; গৃহে পত্নী লক্ষ্মী দেবী থাকলেও 'কায়বূহ' প্রক্রিয়ার সাহায্যে 'কামশাস্ত্রপ্রবীণ' গৌরাঙ্গ অসংখ্য নায়িকার সঙ্গে রতিলীলা করতেন এবং গৌরাঙ্গ সমস্ত পুরুষের রূপ ধারণ করে 'সর্বনারীরুপধৃতাং' বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে রতিক্রীড়া করতেন।

সহজিয়াদের বিশ্বাসগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব ধর্মের আচার -অনুষ্ঠান রূপে মেনে নিতে পারেনি। পরকীয়া বা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক কিংবা চৈতন্যদেবের যৌন জীবনের আলোচনা গৌড়ীয় মতে বৈষ্ণব বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তত্ত্বের সমর্থনে সহজিয়া বৈষ্ণবরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পরকীয়া সম্পর্ককে যেভাবে মেনে চলতে শুরু করেছিল, তার পরিণতি হিসেবে গৌড়ীয়গণ তাদের অনুগামীদের জন্য আরো কঠিন নিয়ম প্রচলন করতে থাকে। চৈতন্য জীবনের যৌনতার সমর্থনে সহজিয়ারা একই বাণী প্রচার করতে থাকে। ফলস্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের থেকে সহজিয়াদের সাধনার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। সহজিয়াদের ধর্মীয় প্রথা গুলি তান্ত্রিক দেহাত্মবাদী সম্প্রদায়ের অনুরূপ বলে গৌড়ীয়রা প্রচার করতে থাকে। ঔপনিবেশিক আমলে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার, পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার এবং পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার আদর্শে সমগ্র বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতামত গুলি নতুনভাবে আলোচিত হতে থাকে। কর্তাভজা এবং বাউলদের মতো সহজিয়া বৈষ্ণবদেরও দেহত্ববাদী যৌন আচার অনুষ্ঠান সমাজে সমালোচনায় বিদ্ধ হতে থাকে। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত পত্রপত্রিকা এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পত্রিকা সজ্জনতোষণী পত্রিকায় সহজিয়াদের মতামত গুলি কঠোর যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকে অশ্লীল ও ব্যভিচারে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত হালিশহর ও সোমপ্রকাশ পত্রিকায় সহজিয়াদের সমালোচনা ছিল সবচেয়ে বেশি। হালিশহর পত্রিকা বৈষ্ণব ধর্মে ব্যভিচারী কার্যকলাপের নিন্দা করে লিখেছে –

> "বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যত প্রকার ব্যাভিচার সমুদয়ই বিকৃত প্রেম হইতে উৎপন্ন। কর্ত্তাভজাদিগের স্বাধীনভাবে নির্লজ্জ কুক্রিয়ায় তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এমনকি মদ্য ও মাংস ব্যতীত, শাক্তদিগের সমুদয় কুক্রিয়ায় বৈষ্ণব মতে প্রবিষ্ট হইল। শাক্ত সম্প্রদায়ের 'ভৈরবীচক্র' চৈতন্য সম্প্রদায়ের 'কিশোরী ভোজনের' সহিত নাম মাত্র বিভিন্ন উভয় মতেই গুরুদেব কর্তৃক ব্যাভিচার প্রসিদ্ধ আছে। শাক্তেরা যে রূপ চক্রভোজনে জাতি ভেদ স্বীকার করে না বৈষ্ণবেরাও সে রূপ পংক্তি ভোজনে জাতি বিভিন্নতা দোষ মনে করে না। শাক্ত মতে যেমন সমুদয় পুরুষই শিব ও সমুদয় স্ত্রীই শক্তি, বৈষ্ণব মতে সেরূপ সমুদয় পুরুষই কৃষ্ণ, সমুদয় স্ত্রীই রাধা। শিব-শক্তি ও রাধা-কৃষ্ণের মিলন অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই মত অত্যন্ত পাপ স্রোত প্রবাহক।"[২৯]

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শাক্ত ও কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ব্যভিচার প্রবেশ করেছে বলে সম্পাদক মনে করেন এবং এই সাধনা পাপদায়ক। সমস্ত বিকৃত প্রেম সাধনার নামে লালন করে এই সম্প্রদায়ের অনুগামীরা। উনিশ শতকের লোক কবি দাশরথি রায় তাঁর পাঁচালীতে বৈষ্ণবদের যৌন আচার-আচরণকে ব্যঙ্গ করে লিখেছেন -

> "গৌরাঙ্গের কিবে দোহাই।
> ভাতার মলে বিধবা নাই।।
> এক মেয়ে শত জামাই।
> বাবা বলে অশৌচ নাই।।"[৩০]

সহজিয়া বৈষ্ণবগণ হিন্দু শাস্ত্র নির্ধারিত সমাজ ব্যবস্থার আচার-আচরণ অস্বীকার করে ছিল - এজন্যই এ আক্রমণ। একটি মেয়ের শত জামাই প্রসঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা যে পরকীয়া তত্ত্বে বিশ্বাসী অর্থাৎ একজন নারী বা পুরুষ একাধিক নারী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এ ধারণাটি শিক্ষিত ভদ্র সমাজের পরিপন্থী ছিল। পাশ্চাত্যের নৈতিকতার প্রভাব বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ঔপনিবেশিক পর্বে সব থেকে বেশি দেখা যায়। এই আক্রমণ ওই চিন্তাধারার প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। যে উদ্দেশ্য ও সাধনা নিয়ে সম্প্রদায় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল তাতে ধীরে ধীরে নেমে এসেছিল একশ্রেণীর মানুষের কর্দয্য দৃষ্টি। এর ফল ভোগ করতে হয়েছে এই এই সম্প্রদায়কে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্বে কলকাতায় যে সমস্ত বেশ্যা পল্লীগুলি গজিয়ে উঠেছিল তাতে বাবু সম্প্রদায়ের স্বরূপ মনোভাব থাকলেও পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থায় রুচিশীল বাঙালীদের ব্যক্তিদের কাছে তা ছিল অশ্লীল ও সামাজিক ব্যাধি। বেশ্যাদের শেষ জীবনের পরিণতির কথা তারা সহজেই অনুমান করতে পারত। প্রতিষ্ঠিত সমাজে একজন যৌনকর্মী যে ধিক্কার ও লাঞ্ছনা শিকার হত, শেষ বয়সে তা বৃদ্ধি

পাওয়া সম্ভাবনাই বেশি ছিল। এই লাঞ্ছিত ভবিষ্যৎতের কথা ভেবেই বারাঙ্গনারা মুক্তির পথ হিসেবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হতো। এ কথাই William Ward লিখেছেন -

> "At Calcutta nearly all the women of ill fame profess the religion of Choitunya before their death, that they may be initiated to some sort of funeral rites."[৩১]

উনবিংশ ও বিংশ শতকে কলকাতায় বেশ্যাদের শেষ জীবনের আশ্রয় ছিল বৈষ্ণব ধর্ম। সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় দ্বারা অবহেলিত বেশ্যারা অর্থ ও নিজস্ব প্রভাব প্রতিপত্তির দৌলতে দীক্ষিত হত বৈষ্ণব ধর্মে। শেষ জীবনে অন্ততঃ পক্ষে তাঁদের শেষ ক্রিয়াটি যেন কোন ধর্ম মতেই সম্পন্ন হয়, সে আশায় তাঁরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করত। এই পরিস্থিতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা তাদের ধর্মের নৈতিক মানদন্ড বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। কেননা, এই নব্য দীক্ষিত বেশ্যারা যারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারা গোপনে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যেত বলে তারা মনে করত। ফলে বেশ্যার চারিত্রিক গুণ বা ব্যভিচারী মানসিকতা তাঁদের কর্মের উপর আরোপিত না হয়ে আরোপিত হতো বৈষ্ণব ধর্মের উপর। এমন অসংখ্য বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত অথচ গোপনে দেহ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল মহিলাদের বিবরণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠিপত্রে।[৩২] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে প্রশাসনিক দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় সেখানে এমন মহিলাদের লক্ষ্য করেছেন যারা গোপনে দেহ ব্যবসা করছিল অথচ তারা ছিল বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বৈষ্ণব ধর্মের সামাজিক বন্ধন খুবই দুর্বল। সুতরাং বৈষ্ণব ধর্মের উদারতাই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীদের ব্যভিচারিনী হতে সাহায্য করে।[৩৩] ঔপনিবেশিক শাসক শ্রেণী বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী এই শ্রেণীর নারীদের ধর্মের আবরণে আবৃত বেশ্যাবৃত্তির অনুগামী বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪]

বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীদের ব্যভিচারের একই কথা অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কাশী কিংকর সেনের কণ্ঠস্বরেও শোনা যায়। কাশী কিংকর মনে করেন বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী নারীরা সমাজ বহির্ভূত যৌনতার প্রতি বেশি আসক্ত। তারা বেশ্যাবৃত্তির পথ সহজেই গ্রহণ করে। তিনি মনে করেন সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মই এই শ্রেণীর নারীদের বেশাবৃত্তিতে নিয়োগ করতে সমর্থন জোগায়। কাশী কিংকর সেনের মন্তব্য –

> "They are found to be the daughters of Vaishnabs, a class of religious who recognize... Females also under similar circumstances become converts to this religion, particularly women who have been prostitutes."[৩৫]

এই শ্রেণীর মানুষ যারা বৈষ্ণব ধর্মকে গ্রহণ করে, তাদের নিজ পেশা বা কর্মের জন্য তারা বহিষ্কৃত হয়েছে, সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে আপন সম্প্রদায়ের কাছে। তাঁরাই সহজেই বৈষ্ণব ধর্মের মোহন্ত বা গোঁসাইদের কাছে দীক্ষা লাভ করেছে। গোঁসাইদের কাছে এই মানুষরা ছিল সমাজে অবহেলিত ও নিপীড়িত। গৌতম বুদ্ধ যেভাবে তৎকালীন সময়ে অবহেলিত বারাঙ্গনাদেরও তাঁর ধর্মমতে দীক্ষা দেন সেই, একই কাজ উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোঁসাই করেছিলেন। বৈষ্ণব গোঁসাইদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে লিখেছেন-

> "Buddha himself accepted the hospitality and gift from a courtesan just as some of the Chaitanite Gossain of Calcutta are known to do at present."[৩৬]

এই দীক্ষার ফলেই ধীরে ধীরে বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলায় বৈষ্ণবদের সংখ্যা ছিল ৪২৮০০০ জন।[৩৭] এদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, জাত বৈষ্ণব বা সহজিয়া বৈষ্ণবদের সংখ্যা বিভাজন তেমন ভাবে নেই। যেহেতু নব দীক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাই এটা অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না যে, সহজিয়া বা জাত বৈষ্ণবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই উপসম্প্রদায় গুলির প্রতি আক্রমণে মুখর হয়েছে। শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির চারিত্রিক গুণাবলী কেমন হয় সে প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ প্রচার করেছে –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 27 - 37
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সর্বদা নিষ্পাপ চরিত্রে, ন্যায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিবেন। মন্ত্রাচার্য্যদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। নিকটস্থ প্রতিবেশীদিগকে সদুপদেশ ও উপকার দ্বারা ভ্রাতৃবৎ ব্যবহার করবেন।"[৩৮]

এর বিপরীত চরিত্রের যে সমস্ত বৈষ্ণবরা এই সমস্ত কার্যকলাপ পদ্ধতি অনুসরণ না করে ব্যভিচারী জীবনযাপন করে; তারা যে প্রকৃত বৈষ্ণব নয়, সে কথাও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় উল্লেখ করেছে –

> "কতগুলি সম্প্রদায় আছে যাহারা অবৈষ্ণব কিন্তু সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব দিকের অনেক অপকার করেন। ঐ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি প্রধান রূপে পরিগণিত। ইহারা সকলেই শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ প্রভুর দোহাই দেন ও বৃন্দাবন রাধা কৃষ্ণ ইত্যাদি উপাসনার অভিমান করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা যে সকল উপদেশ প্রচার করেন ও সাধন অঙ্গের যে সমস্ত কার্য করিয়া থাকেন, সে সমস্তই বৈষ্ণব ধর্মের বিপরীত। ...সহজিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীরূপ গোস্বামীর সঙ্গে মীরাবায়ের মিলন উদ্দেশ্য করিয়া আপনাদের কর্দয্য মত স্থাপন করেন।"[৩৯]

সাধনার নামে ব্যভিচার বা পরস্ত্রীর সঙ্গে যৌন মিলন সম্পর্কে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা প্রারম্ভিক পর্ব থেকেই সহজিয়া বৈষ্ণবদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি। সাধনার নামে পরস্ত্রী সংসর্গ কিংবা নারীর সতীত্ব হরণ - সহজিয়াদের কর্মকান্ড উনবিংশ শতাব্দীতে আরো তীব্রভাবে সমালোচিত হতে থাকে। পরস্ত্রী বা নারীর সঙ্গে পরকীয়ার যে তত্ত্ব সহজিয়া বৈষ্ণবসহ গৌণ ধর্মগুলি প্রচার করে আসছিল, তাতে ব্যভিচার আর ধর্মের নামে লালসা ছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে আর কিছুই ছিল না-

> "বৈষ্ণব মতে স্ত্রীসঙ্গ প্রবৃত্তি নিতান্ত অহিতকর। যে পর্যন্ত ঐ প্রবৃত্তিটি সাধক হৃদয় পরিত্যাগ করে নাই, সে পর্যন্ত দেহযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া বিবাহিত স্ত্রী স্বীকার করিতে দোষ নাই। বিবাহিত স্ত্রী স্বীকার করিয়া সাধক গৃহী বৈষ্ণব নাম প্রাপ্ত হয়। ত্রিসঙ্গ প্রবৃত্তি টি ভক্তি প্রবল হইলে সহজে থব্বিত হয়, পরে বৈরাগ্যের আতিশয্যক্রমে অগৃহ রূপে বৈষ্ণব বিচরণ করিতে পারেন। অতএব তৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণ গৃহী ও অভ্যাগত-এই দুইটি ভাগে বিভক্ত। বাউল, সাঁই, দরবেশ প্রভৃতি ভাক্ত বৈষ্ণবেরা প্রায়ই বিবাহিত স্ত্রী পরিত্যাগপূর্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করেন এবং ঐ অসৎ কার্য্যকে সাধন বলিয়া ব্যক্ত করেন। ঐ দুষ্ট কার্য্যকে অপরের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এরূপ প্রচার করেন যে তাঁহারা স্ত্রীগণের নিকট উপাসনা অভ্যাস করেন; কখনই ইন্দ্রিয় তর্পণ করেন না। আহা! এই কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম! ইহা যদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম হয় তবে আধুনিক অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কেন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে আদর করিবেন? এই সমস্ত সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।"[৪০]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দ্বারা অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় যারা ইন্দ্রিয় সাধনায় বিশ্বাসী তাদেরকে সমাজের অনতি দূরে সরিয়ে ফেলার প্রয়াস এখানেই থেমে থাকে নি। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ডক্টর প্রিয়নাথ নন্দী প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রী শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য প্রকারিণী সভা'। এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল উচ্চকোটির বৈষ্ণব অর্থাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব অনুগামীদের থেকে Deviant বা বিপথগামী অচ্ছুত এবং অজাচারে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব মতাবলম্বীদের মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং সমাজ ব্যবস্থার বাইরে নিক্ষেপ করা। অপরদিকে বিপথগামী বৈষ্ণবদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে তাদের অবৈষ্ণব বলে অভিহিত করা হয়, যেমন - যে সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া, বিবাহের জটিল প্রক্রিয়া না মেনে চলা, বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিকভাবে না ঘটানো ইত্যাদি।[৪১] এই নির্দেশনামাটি পরে প্রকাশিত হয় সজ্জন তোষণী পত্রিকায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নামে যে ধর্মগুলি ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সাধনা করছিল তাদের কথা আলোচিত হয়েছে শ্রীনারায়নদাস চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শ্রীভক্তিবিনোদবির্ভাব' নামক শিরোনামাংশে।[৪২]

এই অংশে উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবদের নিম্ন শ্রেণীর ধর্মাচরণকে উপেক্ষা করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যে নৈতিক মানদন্ডে ধর্ম আবদ্ধ, সেখানে যৌনতার ব্যবহার ধর্মকে অধর্মে পরিণত করে। পাশ্চাত্যের এই ধারণাটি ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষিত মহলে আঁকড়ে ধরেছিল। যে সমস্ত ধর্মাচরণ গুলি যৌনতাকে তাদের ধর্ম সাধনের পথ হিসেবে ব্যবহার করছিল তারা ধীরে ধীরে সমাজ ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। একই পরিণতি ঘটে সহজিয়া বৈষ্ণবদের। সহজিয়াদের প্রতি সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এরা নাকি সামাজিক উপদ্রব সৃষ্টি করে সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করছিল, সমাজের সহজ সরল মানুষদের বিপথে পরিচালিত করছিল। তাই এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের চিহ্নিতকরণ জরুরী হয়ে ওঠে। এদের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে সামাজিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তার সঙ্গে, ঔপনিবেশিক বাংলার সভ্য সমাজের মার্জিত ধর্মীয় সংস্কৃতিতে সহজিয়াদের দেহজ ও যৌন সম্পর্কের বিশ্বাসগুলি অপসংস্কৃতি ও পশ্চাদপদতার দিক বলে চিহ্নিত হতে থাকে। উৎপাদন ব্যতীত যৌনতার বহিঃপ্রকাশ বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অশ্লীলতায় পরিণত হয়। ফলে সহজিয়া বৈষ্ণবসহ অন্যান্য গৌণ ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে।

Reference:

১. দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রী শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন, দ্বিতীয় খন্ড, নবদ্বীপ: শ্রী হরিবোল কুটির, ৪৬৫ গৌরাব্দ (১৯৫১ খ্রিঃ), পৃ. ৩৮

২. তদেব

৩. দাস, অজিত, জাত বৈষ্ণব কথা, কলকাতা: চারুবাক, ১৯৯৩, পৃ. ৩৯

৪. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, মধ্যযুগে বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম ও তার প্রভাব, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১২৫

৫. ঝা, শক্তিনাথ, বস্তুবাদী বাউল, কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০১০, পৃ. ৩৬৪

৬. Chakraborty, Ramakanta. Vaishnavism in Bengal, 1486-1900. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1985, p. 149. Henceforth VIB

৭. VIB, p. 350

৮. লক্ষ্য করার বিষয় রমাকান্ত চক্রবর্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা হিসাবে বা বৈষ্ণব প্রভাবিত একাধিক সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করেছেন, যাদের সঙ্গে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন মিল নেই।

৯. চক্রবর্তী, সুধীর, গভীর নির্জন পথে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ১৭০

১০. তদেব, পৃ. ১৭১

১১. তদেব, পৃ. ১৭২

১২. মজুমদার, শ্রীবিমান বিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৫৯, পৃ. ৫৩৭

১৩. কবিরাজ, কৃষ্ণ দাস বিরচিত, চৈতন্যচরিতামৃত, কুমার সেন সম্পাদিত, কলকাতা: সাহিত্য একাডেমি, অষ্টম সংস্করণ ২০২১, পৃ. ১১৩

১৪. শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, হাজার বছরের পুরান বাঙালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা, কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬

১৫. মজুমদার, শ্রীবিমান বিহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭

১৬. তদেব

১৭. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, নবম খন্ড, অষ্টম সংখ্যা, ১৮৯৭-৯৮, পৃ. ৭৫-৭৬

১৮. তদেব, পৃ. ৭৮

২০. চৈতন্যচরিতামৃত, পৃ. ৫

২১. চন্ডীদাস, পদ সংখ্যা ৭৯৫ এবং ৭৭১

২২. বসু, শ্রীমণীন্দ্রমোহন, রাগাত্মিকা পদ : টিকা ও সমালোচনা, কলিকাতা: কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৩২, পৃ. ১০-১১

২৩. চক্রবর্তী, সুধীর, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৮

২৪. তদেব, পৃ. ১৭৯

২৫. Kennedy, T. Melville. The Chaitanya Movement : A Study of the Vaishnavism of Bengal. Calcutta: Association Press, 1925, p. 210-211

২৬. VIB, p. 119

২৭. Dimock, C. Edward. The Place of the Hidden Moon: Erotic Mysticism in the Vaishnava- Sahajiya Cult of Bengal. Chicago and London : The University of Chicago Press, 1966. p. 52

২৮. ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, শক্ত ধর্ম ও তন্ত্র, অনিরুদ্ধ রায় ও রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মধ্যযুগের বাংলা সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা, কে. পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০১২, পৃ. ১৪৪

২৯. চক্রবর্তী, রমাকান্ত, নৃসিংহ রচিত শ্রীচৈতন্য মহাভাগবতম, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বর্ষ- ৯১, সংখ্যা - ১, পৃ. ৩২-৪২, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম : একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যায়ন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ১১৮-১১৯

৩০. হালিশহর পত্রিকা, ২য় খন্ড, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।

৩১. মুখোপাধ্যায়, শ্রী হরিমোহন সম্পাদিত, দাশরথি রায়ের পাঁচালী, প্রথম খন্ড, কলিকাতা, বঙ্গবাসি স্ট্রিম মেশিন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪২

৩২. Ward, William. Account of the Writings, Religion, and Manners, of the Hindoos. Vol - 2, Serampore, The Mission Press. First published in 1811, p. 262

৩৩. Bankim Chandra Chattopadhyay to the Magistrate of Moorshedabad, April 19, 1872, Memoranda, October 1872, B. No 252-335, West Bengal State Archives

৩৪. তদেব

৩৫. Mitra, Durba. Indian Sex Life: Sexuality and the Colonial Origins of Modern Social Thought. Princeton, Princeton, Princeton University Press, 2021, p. 70

৩৬. Baboo Kasi Kenkur Sen, Magistrate of Rajshaye, to the Magistrate of Rajshaye, May 24, 1872, Memoranda, October 1872, B. No. 252-335, West Bengal State Archives, mentioned in Durba Mitra, Indian Sex Life. p. 70

৩৭. Bhattacharya, Jogendra Nath. Hindu castes and Sects: An Exposition of the Origin of the Hindu Caste. Calcutta: Thacker Spink, 2017 (1896), P. 280

৩৮. Beverey, H. Report of the Census of India, 1872. Calcutta: The Bengal Secretariat Press, 1872

৩৯. সজ্জন তোষণী, পঞ্চম বর্ষ, দশম সংখ্যা, পার্ট - টু, ১৮৯৩-৯৪, পৃ. ১৯৭

৪০. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, প্রথম খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৮৮৫, পৃ. ৬৭-৬৮

৪১. তদেব, পৃ. ৬৮-৬৯

৪২. VIB. p. 333-334

৪৩. সজ্জন তোষণী পত্রিকা, একবিংশ খন্ড, প্রথম সংখ্যা, ১৯১৮